আশ্রয়

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
তোমার পানে	৩
আকাঙ্খা	৪
আস্বাদন	৫
ভালো লাগেনা	৬
আবেগ আসে না মনে	৭
অভাগী	৮
অপ্রাপ্তি	৯
প্রহসন	১০
অলীক প্রেম	১১
কথা রাখলে না	১২
পরিণত	১৩
আঁচড়	১৪
চাওয়া	১৫
অপেক্ষায়	১৬
ছেলেবেলায় চল	১৭
টান	১৮
আকর্ষণ	১৯
আছি	২০
অবশেষে	২১
অস্তিত্ব	২২
থামতে নেই	২৩
ছোট্ট আশা	২৪
কেটে যাক বিষণ্ণতা	২৫
আশ্রয়	২৬
প্রেমের ফাঁদে	২৭

BANGLADARSHAN.COM

তোমার পানে

আমি কোথায় গেলে পাবো তারে!
খুঁজে ফিরি মনের মানুষেরে,
অসীমের মাঝে খুঁজি প্রাণের সখারে,
ধরে রাখবো তারে হৃদয় মাঝে রে।

যমুনায় জল আনতে গিয়ে
তোমায় দেখি কালার বেশে রে,
মনের আগুন বাড়ছে দ্বিগুণ
এ ব্যথা কারে জানাই বলো আমারে।

মন পাখি হয় রে বিবাগী
তোমার দরশনের আশে রে,
আকুল হয়ে চেয়ে থাকি
তোমার আসার পথের পানে রে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাঙ্খা

তোমাকে চাই আমার একদম পাশে,
আমার সৃষ্টিতে সংস্কৃতিতে মননে চিন্তনে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
আমার চাওয়ায় থাকবেনা কোনো স্বার্থ অবশেষে,
জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সার্থক হবে তোমায় ভালোবেসে।

তোমার প্রেমের প্রতিটি মুহূর্ত রক্ত মজ্জা ধমনীতে যায় মিশে,
অন্তহীন সঙ্গী হয়ে রয়ে যেও মনের মুক্ত আকাশে,
ভরিয়ে দিতে চাই তোমাকে স্নিগ্ধ মাধুরী ও গভীর আবেশে,
নীল নির্জনে শুনতে পাই প্রেমের প্রতিটি ধ্বনি দখিনা বাতাসে,
বসন্ত এসে দেখা দিয়ে যায় প্রতি ক্ষণে প্রতি মাসে।

BANGLADARSHAN.COM

আস্বাদন

যখন তুমি মধুর খোঁজে
ফুলের রেণু করো আস্বাদন,
তখন আমি মন পেয়ালায় প্রতি চুমুকে
তোমায় করি অন্বেষণ,
কবিতার মাঝে তুমি এসে গিয়ে
ত্বরান্বিত করো হৃদস্পন্দন,
কলমের সাথে লেপটে আছে যেন
তোমায় নিয়ে লেখা কত কাব্য কত উপাখ্যান।

তোমার মনের নীল দীঘিতে
আমার সুখের ঘরের পবিত্র অবগাহন,
ইমন রাগের আলাপনে
সিক্ত করে দিলে প্রতিটি ক্ষণ,
অসীম কালের হিল্লোলে
বিলীন হয়ে যেতে চায় আমার মন,
তোমার প্রেমের সুধায় একটু একটু করে
সিঞ্চিত হল আমার আবেগের মান।

BANGLADARSHAN.COM

ভালো লাগেনা

তোমার কাজের ফাঁকে রইতে আমার মন খারাপের মাত্রা বাড়ে,
শিকল দিয়ে বাঁধবো হৃদয় অদৃশ্যমান ভিতর ঘরে,
ভালো যদি বেসেই থাকো চলো কেন জরিপ করে?
বেহিসাবী চলার পথে সংঘাত তাই নদীর চরে।

পূর্ণতা আসবে ঠিকই পবিত্রতার অন্তরে,
সব মানুষই মিথ্যে করে ভালোবাসার ভান ধরে,
বন্ধন যে তীব্রতর মায়াজালের আবদ্ধে মরে,
জানি এভাবে আসেনা প্রেম, যেতে হয় অনেক গভীরে সীমাহীন প্রান্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

আবেগ আসে না মনে

“বিকেলের পড়ন্ত বেলায় লাল রঙা রোদ্দুরে তোমাকে দেখাচ্ছিল বেশ”,
“তাড়িয়ে তাড়িয়ে অনুভব করছিলাম তোমার সৌন্দর্য”,
এসব কথায় আর আবেগ আসেনা মনে।

দীঘার সৈকতে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম অনেকটা পথ,
আবেগ আসতে কথার প্রয়োজন ছিল না কোনোদিন,
আড় চোখে পড়ে নিলে সরল মনের পাতা,
আজ শত আদরেও আবেগ আসে না মনে।

চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিলিয়ে চলিনি তোমার সাথে,
আমার উপর ভরসা করে মুক্ত হয়ে উড়ে বেড়াতে সেদিন,
অভিমান ভাঙাতে করতে না মোটেই দেরী,
জড়িয়ে কাছে টেনে নিলেও আজ আবেগ আসে না মনে।

BANGLADARSHAN.COM

অভাগী

আজ ফুল ফোটার কথা ছিল,
ভেবেছিল সুরভি ছড়িয়ে দেবে বিশ্ব প্রকৃতির উদ্যানে,
একটা দমকা বাতাস এক ঝটকায় উপড়ে নিলো তার কোমল তনুখানি।

সব স্বপ্ন সব প্রত্যাশা ভেঙে খান খান এক লহমায়,
আশা ছিল সে নতুন প্রজন্মের কাছে রেখে যাবে তার যা কিছু সম্ভার,
সম্মান ও গর্বে হৃদয় ভরিয়ে দেবে কচি কাঁচার দল,
আশা ও স্বপ্ন ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে টলে গেল রাঙা আসনখানি।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রাপ্তি

অনেক দূরে রয়েছো বলে
যায়না কাছে যাওয়া,
সন্ধ্যা নামলে মন খারাপের
মাত্রা আকাশ ছোঁয়া।

বৃষ্টিঘন মন পেয়ালায়
তোমায় কাছে চাওয়া,
দিশেহারা মন তোমারেই খোঁজে
হয় না কাছেতে পাওয়া।

কাজল দীঘির ভরা জলে
প্রেমের তরনী বাওয়া,
উদাস হয়ে সুর মিলায়ে
বাউলা গান গাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

মানতে চায়না এ পোড়া মন
দুখ নদীতে শুধুই নাওয়া,
তোমার আমার সুখের ঠিকানা
দুঃখ দিয়ে ছাওয়া।

প্রহসন

চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা জীবনের যত কথা,
থেকে যাবে যা কিছু অজানা তথ্য যা শুধু নিজের গভীর ব্যথা,
প্রসারিত পৃথিবীর খাঁজে খাঁজে রয়ে আছে প্রহসন ও প্রেম গাঁথা,
প্রাঞ্জল হয়ে থাক নীরবে কঠিন বার্তা।

মুছে দিতে চাও যদি নির্মম অতীত
যা ছিল আধো ফোটা,
গোপন রহস্যের বেড়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে প্রকাশ্যে ধীর পায়ে হাঁটা,
জীবন পঞ্জিকা খুলে দেখি সব প্রহসনগুলো সাদা মাটা।

BANGLADARSHAN.COM

অলীক প্রেম

কাজের ফাঁকে রইতে আমার
মন খারাপের মাত্রা বাড়ে,
শিকল দিয়ে বাঁধবো হৃদয়
অদৃশ্যমান ভিতর ঘরে,
ভালো যদি বেসেই থাকো
চলো কেন জরিপ করে?
বেহিসাবী চলার পথে
সংঘাত তাই নদীর চরে।

পূর্ণতা আসবে ঠিকই
পবিত্রতার অন্তরে,
সব মানুষই মিথ্যে করে
ভালোবাসার ভান ধরে,
মায়ার বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন
মরুভূমির প্রান্তরে,
জানি এভাবে জীবন চলেনা
অলীক প্রেমকে আঁকড়ে ধরে।

BANGLADARSHAN.COM

কথা রাখলে না

বলেছিলে ফোন করে পরিমার্জিত করে দেবে উপাখ্যানের শেষ অংশটুক,
সময়ের আগেই গুছিয়ে নিয়ে কলমের সাথে নিজেকে করেছিলাম একাত্ম,
কথা দিয়ে কথা রাখলে না তুমি।

সাবলীলভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার চলে নরম মনের উপর,
এইভাবে তিলে তিলে কষ্ট না দিয়ে একটা বড় আঘাত উপহার দাও আমায়,
প্রাণটা হয়তো বেঁচে যাবে এ যাত্রায়,
মনের ক্ষতস্থান শুকানোর জন্য নদীর গতিপথের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়,
সামলে নেবো নিজেকে ঠিক সময়মতো,
কথা দিয়ে কথা রাখলে না যে তুমি।

BANGLADARSHAN.COM

পরিণত

অভিমান করেছিলাম তুমি আসোনি বলে,
না আসার কারণ জানতে চাইনি কোনোদিন,
এখন আর অভিমান নেই....
আমি বুঝতে শিখেছি.....
আমি বড় হয়েছি.....
এখন আমি পরিণত।

ঘাসের ওপর গড়াগড়ি করে কেঁদেছি কত সেদিন,
বাড়ীর চিলেকোঠায় একলা করে রেখেছিলাম নিজেকে,
খাবার টেবিলে ভাত নিয়ে করতাম নাড়া চাড়া,
শত বকাও কর্ণগোচর হতো না,
এখন আর অভিমান নেই....
আমি বুঝতে শিখেছি.....
আমি বড় হয়েছি....
এখন আমি পরিণত।

BANGLADARSHAN.COM

আঁচড়

একটা আঁচড় কেটে জানিয়ে দিতে চাই.....
আমি এসেছিলাম এই বাংলার মাটিতে,
নদ নদী পাহাড় অরণ্য আকাশ বাতাস আমার মধ্যে আছে মিশে পরতে পরতে,
একাকার হয়ে যেতে চায় আবেগ, অনুভূতি, মায়া আর ভালোবাসা নিমেষে,
আমি একটা আঁচড় কেটে যেতে চাই।

সূর্যের তেজ, চাঁদের স্নিগ্ধতা, আকাশের নীলিমা, বাতাসের পাগলামো একসাথে খেলা করে জীবনের শেষে,
অধীর মনন অন্বেষণ করে প্রকৃতির গভীরতা, জন্মের প্রয়োজনীয়তা অবশেষে,
নতুন প্রজন্ম করুক অনুসরণ উত্তম পদচিহ্নের রেখা নবীন বেশে,
একটা আঁচড় কেটে রেখে যাওয়া যে বড়ই প্রয়োজন।

BANGLADARSHAN.COM

চাওয়া

মেঘলা আকাশ.....
আমার একলা বিকেল কাটাই কী করে....
বলে দিয়ে যাও ওগো অরণ্য,
আগলে রেখেছি এ হৃদয়,
শুধু তোমার জন্য।

পাহাড়ের ঐ প্রান্ত কালো মেঘে ঢাকা
নিশ্চুপ প্রকৃতির যত বন্য,
আমি বসে আছি খোলা বারান্দায়,
আজকের চাওয়াটা যে অন্য।

গভীর করে ভাবনারা আজ নয় তো নগণ্য,
কালো মেঘের মধ্যে তোমারেই খুঁজি....
তুমি যে অনন্য।

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষায়

এক টুকরো রোদ্দুর নিয়ে অপেক্ষমান খোলা বারান্দায়,
তোমার আশার পথে বিছিয়ে দিয়েছি নরম সোনালী চাদর ভালোবাসায়।

এক পশলা বৃষ্টি রেখেছি সাজিয়ে আঁচল ভরে মদিরতায়,
তোমাকে সিক্ত করে দেব মুহূর্তের আবেশ দিয়ে এই বরষায়।

এক মুঠো আদর নিয়ে বসে আছি প্রতীক্ষায় নরম গালিচায়,
নিমগ্ন হয়ে চোখে মুখে ছড়িয়ে দেবো আদর আলতো হাতের ছোঁয়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেবেলায় চল

চল চল ছেলেবেলায় ফিরে চল
সহজ পাঠ আর বর্ণ পরিচয়ের
গন্ধ নিবি চল।

কিশলয় আর গণিতমালা
আজও প্রাণে খেলায় দোল,
প্রভাতী গানে ঘুম ভাঙতো
শুনতাম মধুর হরিনামের বোল।

শিশু ভোলানাথ ও ছড়ার বই
এখনো মনে লাগায় দোল,
ছোট্ট হবার ইচ্ছে নিয়ে
ফিরে যাই ছেলেবেলায় চল।

BANGLADARSHAN.COM

আদর্শ লিপি ও নামতাগুলো
দিব্যি আওরাই অনর্গল,
ছড়াগুলো আজও মগজে ঠাসা
বলার সময় কোনও হয় না ভুল।

টান

খুব বেশিদিন আসনি জীবনে
সময়ের মেয়াদ বড্ড কম,
দেখার জন্য অস্থির হই
বুঝি বেড়েছে মনের টান।

বার বার খুলে দেখি মুঠোফোন
কোনো মেসেজ এসেছে কিনা,
শূণ্য খবরে বিষণ্ণ হই
বুঝি বেড়েছে মনের টান।

চঞ্চলতার গভীরে প্রবেশ
আনমনা হই কাজের ফাঁকে,
সচকিত করে বিশেষ রিং টোন
বুঝি বেড়েছে মনের টান।

BANGLADARSHAN.COM

গল্প গুজবে মন নেই কোনো
পরচর্চা আর আকর্ষণ করে না,
বিচলিত থাকি খবরের আশায়
বুঝি বেড়েছে মনের টান।

আকর্ষণ

কত আপন করে বললে
তোমার হৃদয় জুড়ে শুধু আমার অস্তিত্ব,
আমার ব্যাকুলতা সার্থকতা পায়
গভীর আকর্ষণে হলাম উন্মত্ত,
লোক লাজের ভয় করিনা
রাধাও যে কলঙ্কিত,
রচনা করবো দোঁহে স্বর্গরাজ্য
হয়ে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত।

হে সখা রয়ে যেও তুমি এমন করে
আমাদের ভালোবাসা পাক অমরত্ব,
প্রতিবন্ধকতা প্রতি নিয়ত আসবে জানি
তবুও হই না ক্ষান্ত,
তুমি এসেছ মলয় বাতাস সঙ্গে নিয়ে
মন প্রাণ তোমার প্রেমে উৎসারিত,
নবজাগরিত হল আট কুঠুরি
যা ছিল এতদিন সুপ্ত।

BANGLADARSHAN.COM

আছি

আমি আছি তোমার সাথে
তোমার সকল বেলা সকল প্রাতে,
আমি আছি তোমার গভীর মনে
এক আকাশে চাঁদনী রাতে।

সকল কাজের ফাঁকে আছি
মিষ্টি মধুর বন্য প্রেমেতে,
ছবির মতো সফলতা এসে
ভাসিয়ে দেবে মন ভেলাতে।

আছি আমি সজাগ হয়ে
শিরা উপশিরা রক্ত ধমনীতে,
রইনু চেয়ে এক দৃষ্টিতে
তোমার এগিয়ে চলার পথে।

BANGLADARSHAN.COM

অবশেষে

পেরিয়ে এসেছি আমরা অনেকটা পথ একসাথে,
কখনো ভালো করে দেখা হয়নি তোমাকে চলতে চলতে,
দুজন দুজনকে নিরীক্ষণ করার সময় হয়েছে এবার একান্তে,
গভীর অরণ্যে মিশে যাবে দীর্ঘ পথচলা অজান্তে।

জ্যোৎস্নালোকে মিলন হতে চায় দুটি মন নিভৃতে,
হৃদয়ের গভীরে সঞ্চিত প্রেম আজ আলোকিত চাঁদনী রাতে,
মদির আবেশে চোখ বুঁজে আসে, ভেসে যাই জোয়ারেতে,
প্রেমডোরে থাকার আকাঙ্খায় কেটে যায় কত শত প্রহর অপেক্ষাতে।

BANGLADARSHAN.COM

অস্তিত্ব

প্রথম দর্শনেই হৃদপিন্ডের গতি ক্রমবর্ধমান
বুঝলাম ভালোবাসার অস্তিত্ব,
সংসারের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছি
উপলব্ধি হল সম্পর্কের অস্তিত্ব,
একাত্ম হবার প্রতিশ্রুতির আড়ালে নব জন্মের সূচনা
বুঝলাম মাতৃত্বের অস্তিত্ব,
তির তির করে নড়াচড়া উদরের ডান দিকে
টের পেলাম প্রাণের অস্তিত্ব,
দশভূজা হয়ে সব সামলানো
জানিয়ে দেয় দায়িত্বের অস্তিত্ব,
আজও বহমান ঘর ও বাইরের নিত্য কর্ম
উপলব্ধি হল সাফল্যের অস্তিত্ব,
চোখ বুঁজে ভাবি যার জন্য পারি
প্রতি মুহূর্তে থাকে তাঁর অস্তিত্ব।

BANGLADARSHAN.COM

থামতে নেই

বাঁধা আসলে আসুক
থেমে যেও না মাঝপথে,
কাজের মানুষ সময় বোঝে না
কর্ম চলে গলি রাজপথে।

হিসেব করে জীবন চলে না
বাড়াও মাত্রা জীবন বোধে,
ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে দাও
আশা কোরোনা ভালোবাসা পেতে।

জং যতই ধরুক মনে
স্তব্ধতা এনোনা চলার গতিপথে,
বুঝতে হবে বাঁচার মানে
আলো আনো এই পৃথিবীতে।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট আশা

কত কথা ভাবতে থাকি
দীঘির পাড়ে বইসা,
মনের মানুষটারে লইয়া
বান্ধমু সুখের ছোট্ট বাসা।

নদীর থিকা ধইরা আনবো
বাটা ট্যাংরা শোল,
বন দিয়া তুইল্যা আনবো
শাক বেগুন পটল,
রান্ধমু মুই দাওয়ায় বইস্যা
কইরা কত আশা।

নদীর জলে স্নান কইরা
জুড়ামু সাধের পরাণ,
গুছাইয়া রাখমু আশ্রয়টুকু
কইরা বড়ই যতন,
সুখ বিলাসী পাইছে তারে
জীবন হইল খাসা।

BANGLADARSHAN.COM

কেটে যাক বিষণ্ণতা

মনটা আজ বড্ড ভারী,
কালো আকাশ গুমোট ভারি।
মেঘলা দিনের ছায়ার মেলায়,
উদাস পরাণ আজ নিরালায়।
জানি না কেন মনে পড়ে যায়
অতীত প্রেমের টেঁকার লড়াই।
গুর গুর গুর ডাকছে আকাশ,
বাতাসে আজ বয় হাহুতাশ।
বিষণ্ণতা মন মাঝির মুখে,
দেহ তরী ভাসে কালো জলের বুকে।
ঝম ঝমিয়ে বৃষ্টি এসে,
ভিজিয়ে দিল এক নিমেষে।
অবসাদ ছিন্ন ভিন্ন করে,
মন পাখি আজ বাসায় ফেরে।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্রয়

নির্বিকার মুখ নির্বিকার চিত্ত
কথার আওয়াজ কানে যায় না,
বসি নিরালায় নির্জন মনের দ্বীপে
গঞ্জনার কামড় আর তো সহে না।

তিরস্কার বঞ্চনা ক্রমশ ধাবমান
জীবন গতির পথে
আঁকাবাঁকা ভাবে যান চলেনা,
মুষ্ঠিযুদ্ধে নিত্য অসফলতায়
স্বপ্ন যায়না কেনা।

আশ্রয় চাইতে আদর্শের পথে
প্রখরতা কাজে লাগে না,
মানতে হবে সব দুর্নীতি
নয়তো জীবন বাঁচে না।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের ফাঁদে

খস খস পাতার আওয়াজে ঘুম ভাঙে,
কল কল নদীর আওয়াজে মন নাচে,
তুমি কেন বসে আছ একাকী..
হাতটি ধরো আমার শক্ত করে আনন্দে,
চলো একসাথে পথ হাঁটি এক ছন্দে।

পিছনে ফিরে তাকিও না আর প্রাণ বন্দে,
সামনে নদী দুর্বার গতিতে চলছে সানন্দে,
ঢেউ এর উপরে নৌকা উঠে
কেমন দেখো দোদুল্যমান,
তোমার মনে তরঙ্গ যেন এনো না আর,
ভেসে চল যাই ঐ সুদূরে
হাতে হাত বেন্ধে।

BANGLADARSHAN.COM

নীলের বিস্তৃতি আলিঙ্গন করো একান্তে,
বুক ভরে নাও লম্বা হিমেল বাতাস,
পাখীর ডানায় ভর করে নিজেকে ওড়াও
অজান্তে,
নীচে আমি আছি তাকিয়ে তোমা পানে দিনান্তে,
আকাশ থেকে নেমেই যখন দেখবে আমায় পথের প্রান্তে,
আমার আঙুল তোমার আঙুলের ফাঁকে,
পড়েছি তোমার নিবিড় প্রেমের ফান্দে।

॥সমাপ্ত॥